পড়তে ভালোবাসি

ড. রাগিব সারজানি

পড়তে ভালোবাসি

অনুবাদ
শামীম আহমাদ

সম্পাদনা
আলী হাসান উসামা

মাকতাবাতুল হাসান

পড়তে ভালোবাসি

প্রথম সংস্করণ : জুন ২০১৮
গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
মাকতাবাতুল হাসানের পক্ষে প্রকাশক মো. রাকিবুল হাসান খান কর্তৃক প্রকাশিত ও শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল হাসান
মাদানীনগর মাদরাসা রোড, চিটাগাং রোড, নারায়ণগঞ্জ।
✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০

প্রচ্ছদ : মুহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ

ISBN : 978-984-8012-02-4

মূল্য : ৬০/- টাকা মাত্র

Porte Valobashi
Published by : Maktabatul Hasan. Bangladesh
E-mail : rakib1203@gmail.com Facebook/maktabahasan

©
প্রকাশক

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্যসংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

সভ্যতার সূচনা থেকে এখন পর্যন্ত যেসকল বিষয়ে অনুপ্রাণিত হয়েছে–
তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ হলো
পড়ার প্রতি তার অনুপ্রেরণা।
–ড. ত্বহা হোসাইন

অ র্প ণ

মাওলানা আবু দাউদ–

যার কথা ভাবতেই ঝলমল করে ওঠে অতীত। আল্লাহর জন্য এত বিনয়!
ছাত্রদের জন্য এত মমতা! এ যুগে সত্যিই বিরল!
তাঁর দীর্ঘ নেক হায়াতের প্রত্যাশায়...

বিষয় **পৃষ্ঠা**

পড়া নিয়ে 'কিছুকথা' ৯
জীবনের জন্য পড়া ১৩
সিরাত থেকে প্রথম শিক্ষা ১৫
সিরাত থেকে দ্বিতীয় শিক্ষা ২০
দুটো সমস্যা ও সমাধান ২৫

পড়াকে ভালোবাসতে শেখার পদ্ধতি

লক্ষ্যের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা ২৭
পড়ার পরিমাণ নির্ধারণ করা ২৯
পড়ার সময় নির্ধারণ করা ৩১
পরিমিত ধীরতা ৩২
একাগ্রতা ৩২
নিয়ম ও শৃঙ্খলা ৩৩
পারিবারিক পাঠাগার গড়া ৩৫
পঠিত বিষয় অন্যের কাছে উপস্থাপন করা ৩৬
পড়ার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা ৩৭
আলেমদের থেকে শেখা ৩৮

কী পড়ব?

পড়াশোনার দশটি মৌলিক বিষয় ৪০
কোরআনুল কারিম ৪১
হাদিসুর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৪২
ধর্মের বিধি-বিধান ৪৩
পাঠ্যবিষয়ে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করা ৪৬
ইতিহাস পাঠ ৪৮
বিশ্বের বিভিন্ন চলমান ঘটনা পাঠ ৪৯
অন্যদের মত, মতবাদ ও মন্তব্যগুলো পড়া ৫১
ইসলাম সম্পর্কে অপপ্রচার ও তার প্রতিরোধ ৫২
শিশুবিষয়ক লেখা পাঠ ৫৩
চিত্তবিনোদনমূলক পাঠ ৫৪

‘পড়া’ নিয়ে কিছুকথা

সৈয়দ মুজতবা আলী দিয়ে শুরু করা যাক–

‘এক ড্রইংরুম-বিহারিণী ভদ্র মহিলা [নিশ্চিত বাঙালিনি] গিয়েছেন বাজারে, স্বামীর জন্মদিনের জন্য উপহার কিনতে। দোকানদার এটা দেখায়, সেটা শোঁকায়, এটা নাড়ে, সেটা কাড়ে, কিন্তু গরবিনি ধনীর [উভয়ার্থে] কিছুই আর মনঃপূত হয় না। সব কিছুই তার স্বামীর ভাণ্ডারে রয়েছে। শেষটায় দোকানদার নিরাশ হয়ে বললেন, “তবে একখানা ভালো বই দিলে হয় না?”

গরবিনি ভদ্র মহিলা নাসিকা কুঞ্চিত করে বললেন, “সে-ও তো ওঁর একখানা রয়েছে।’”

অজ্ঞ অশিক্ষিত মানুষের কথা থাক– আমাদের দেশে বহু শিক্ষিত মানুষের ব্যাপারটা আসলেই কি এমন নয়? শো হিসেবে একটা কিংবা দুটো বইয়ে জীবন পার। অনেকের অবস্থা তো এর চাইতেও ভয়াবহ। বহু বহু ডিগ্রিধারী নাক উঁচু শিক্ষিত জনাবদের বাড়ি-বাসা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও হয়তো পড়ার মতো একটা বই পাওয়া যাবে না। অ্যাকাডেমিক বইয়ের কথা আলাদা। অনেকে অবশ্য শিক্ষাজীবনের সমাপ্তির পর বস্তা ভরে তা-ও স্বল্প মূল্যে বিক্রি করে দেয়।

অথচ একজন মুসলমান– যার জীবনবিধানের প্রথম আদেশ ‘পড়ো’, তার পড়াশোনার, জানাশোনার ব্যাপ্তি হওয়ার কথা ছিল কত ব্যাপক ও বিস্তৃত। জ্ঞান ও বিজ্ঞানে ছাড়িয়ে যাওয়ার কথা ছিল সকল জাতিকে। একদিন ছাড়িয়েছিলও। কিন্তু যখন থেকে এ জাতি পড়াশোনা ও জানাশোনা ত্যাগ করেছে, তখন থেকেই নিজের আত্মশক্তি হারিয়ে অন্যের মুখাপেক্ষী হয়েছে।

একবার আমাদের ইতিহাসের দিকে তাকাই–

১৯২৯ সাল।

বিশ্বব্যাপী আলোচিত নওমুসলিম মুহাম্মদ আসাদ বলেন, ‘মদিনার এক কুতুবখানা। কালের অনেক ঝড়ঝাপটা উজিয়ে এখনো ইসলামের যত কিতাব রক্ষিত হয়ে আছে, সেগুলোর দিকে তাকালেও কত বিস্ময় জাগে! কী তার বিশালতা! আগের কত শ্রম ও সাধনা! আর এখন... আমি বিভিন্ন জিনিস ভাবতে থাকি। আমার কল্পনায় ভেসে ওঠে অতীত ও অতীতের ইলমি সাধনা।

আমি তন্ময় হয়ে কিতাবগুলো দেখতে থাকি। এ সময় প্রাজ্ঞ শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে বুদাইহিদ আমার অগোচরে বলে উঠলেন, ‘তোমাকে কী যেন পীড়া দিচ্ছে বেটা। তোমার মুখে এই তিক্ততার ছাপ কেন, বলো তো?’

আমি আগে থেকে তাকে দেখতে পাইনি। তাঁর কণ্ঠস্বরে চমকে উঠে আমি তাঁর দিকে তাকাই। এরপর কিতাবগুলোর দিকে ইশারা করে বলি, ‘শায়খ, আমি ভাবছিলাম, আমরা মুসলমানরা কত দূরে চলে গেছি এগুলো থেকে। আমাদের বর্তমান দুঃখ-দুর্দশা আর অধঃপতনের দিকে।’

‘হ্যাঁ বেটা, একদিন আমরা মহান ছিলাম। ইসলামের শিক্ষা আমাদের বড় করেছিল। আমরা ছিলাম একটি পয়গামের বাহক। যতদিন আমরা সেই পয়গামের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলাম, ততদিন আমাদের হৃদয় ছিল উদ্দীপিত এবং অনুপ্রাণিত আর আমাদের মন-মানস ছিল আলোকিত এবং উদ্ভাসিত। কিন্তু যেই আমরা ভুলে গেলাম, কী উদ্দেশ্যে আল্লাহ আমাদের মনোনীত করেছেন, তখনই ঘটল আমাদের পতন।’

এরপর তিনি বই-ভাণ্ডারের দিকে ইশারা করে বললেন, ‘আমরা অনেক দূরে চলে গেছি এগুলো থেকে– অনেক দূরে।’

আরেকটা ঘটনা বলি–

জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসংখ্য শাখায় সুগভীর পাণ্ডিত্য অর্জনকারী বিখ্যাত জ্ঞানতাপস আল-বেরুনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত। এ সময় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এক বিজ্ঞানী বন্ধু এলেন। আল-বেরুনি সে অবস্থায় তাঁর বন্ধুকে গণিত সম্পর্কে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে বসলেন।

মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়েও এমন জ্ঞান অন্বেষণ! আল-বেরুনির বন্ধুটি খুবই আশ্চর্য হলেন। বন্ধুটি বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন, তুমি কিনা এ অবস্থায়ও নতুন কিছু জানতে প্রশ্ন করছো!

আল-বেরুনি বললেন, ‘আমার জন্য কি এটাই বাঞ্ছনীয় নয় যে, একটা প্রশ্নের সমাধান জেনে নিয়েই মৃত্যুর সুধা পান করব? এটা কি না-জেনে ইহধাম ত্যাগ করার চাইতে উত্তম নয়?’

বন্ধুকে বিদায় দেওয়ার অব্যবহিত পরেই আল-বেরুনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর ঘটনা তো আমরা সকলেই জানি। তিনিও মৃত্যুর আগমুহূর্ত পর্যন্ত আরেকটু জানতে চেয়েছেন। মাসআলা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

আমাদের অতীতের সোনালি ইতিহাস আকীর্ণ হয়ে আছে এমন হাজারো হিরক-ঘটনায়। জ্ঞানের জন্য জীবনোৎসর্গের সেই ইতিহাস আমরা আবার ফিরিয়ে আনতে চাই। আমরা ঘুরে দাঁড়াতে চাই। পড়া... জীবনভর পড়তে থাকা, জানতে থাকার কোনো বিকল্প নেই। চাই ব্যাপক পড়াশোনা ও জানাশোনা...

চাই ব্যাপক গবেষণা ও পরিচর্চা...

নিজেদের দীন সম্পর্কে...
দীনের আকিদা, ফিকহ এবং মানহাজ সম্পর্কে...
প্রিয়নবি এবং তার সাহাবিদের সম্পর্কে...
ইসলামের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমরনীতি সম্পর্কে...
হকপন্থী দল এবং মিল্লাতে ইবরাহিমের জামাআত সম্পর্কে...
মডার্নিজম থেকে শুরু করে সকল বাতিল মতবাদ-মতাদর্শ সম্পর্কে...
কুফরি তন্ত্র-মন্ত্র এবং ইসলামের নামে ছড়িয়ে পড়া সকল জালিয়াতি সম্পর্কে...
বর্তমানের পৃথিবী সম্পর্কে...
ভবিষ্যতের আখিরাত সম্পর্কে...

এবার বক্ষ্যমাণ বইটি সম্পর্কে কিছু বলা দরকার– বইটির লেখক ড. রাগিব সারজানি। মিশরীয় লেখক। বিশিষ্ট ইসলাম প্রচারক। গবেষক। ইতিহাসবিদ। পেশায় চিকিৎসক। বাংলা ভাষায় তাঁর কয়েকটা বই অনূদিত হয়ে ইতিমধ্যে বাঙালি পাঠকমহলেও তিনি পরিচিত হয়ে উঠেছেন। তাঁর এই বইটির নাম– القراءة منهج حياة। বইটিতে তিনি সংক্ষিপ্তাকারে– অথচ অতি চমৎকারভাবে পড়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেছেন। এরপর পড়াকে জীবনভর চালিয়ে নেওয়ার সুন্দর দশটি পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। শেষে বর্ণনা করেছেন দশটি পাঠ্য-বিষয় সম্পর্কে।

বইটা যখন আমার হাতে আসে– পড়তে থাকি। অনুবাদের কোনো পরিকল্পনাই ছিল না। কিন্তু পড়তে পড়তে এমন অনেক কথা, বিষয় ও পদ্ধতির খবর পেলাম, যা ছিল খুবই উপকারী এবং অতি প্রয়োজনীয়। আগে থেকে এগুলো জানতে পারলে এবং পাশাপাশি জীবনে প্রয়োগ করতে পারলে কতই না ভালো হতো! কিন্তু আল্লাহ যা চান, তা-ই হয়। ভাবলাম, হয়তো অন্যদের, নবীনদের... তরুণদের এ সকল পরামর্শ-দিকনির্দেশনা কাজে আসবে। এতে করে তাদের অনেক সময় ও শ্রম অযথা নষ্ট হওয়া থেকে বেঁচে যাবে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বার্তাগুলো তাদের সহযোগিতা করবে জীবনকে সুন্দর ও সফলভাবে গড়ে তুলতে... জ্ঞানের সুধাময় সরোবরে অবগাহন করতে।

এ কারণেই অনুবাদে হাত দেওয়া।

অবশেষে আমাদের মুজতবা আলীর আরেকটা 'রম্য' দিয়ে লেখাটা শেষ করি–

'এক রাজা তাঁর হেকিমের একখানা বই কিছুতেই বাগাতে না পেরে তাকে খুন করেন। হেকিম মারা গেলেন। বইটি রাজার হস্তগত হলো। রাজা বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে বইখানা পড়ছেন। একের পর এক পৃষ্ঠা পাড়ি দিচ্ছেন। কিন্তু পাতায়

পাতায় এমনি জুড়ে গিয়েছে যে রাজাকে বার বার আঙুল দিয়ে মুখ থেকে থুথু নিয়ে জোড়া ছাড়িয়ে পাতা উল্টোতে হচ্ছে।

এদিকে হেকিম সাহেব আপন মৃত্যুর জন্য তৈরি ছিলেন বলে প্রতিশোধের ব্যবস্থাও তিনি করে গিয়েছিলেন। বইয়ের পাতায় পাতায় কোণের দিকে মাখিয়ে রেখেছিলেন মারাত্মক বিষ। থুতু দিয়ে পৃষ্ঠা ছাড়াতে গিয়ে রাজার আঙুল সেই বিষ মেখে নিয়ে যাচ্ছে মুখে...।

রাজাকে এই প্রতিহিংসার খবরটিও হেকিম রেখে গিয়েছিলেন কেতাবের শেষ পাতায়। সেইটে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজা বিষবাণের ঘায়ে ঢলে পড়লেন।

বই সমাপ্ত।

রাজাও গত।'

বাঙালির বই কেনার প্রতি বৈরাগ্য-অনীহা দেখে মনে হয়, সে যেন গল্পটা জানে, আর মরার ভয়ে বই কেনা, বই পড়া ছেড়ে দিয়েছে।'

কিন্তু মুজতবার কাছে আমার প্রশ্ন– যে বাঙালি বই পড়ে না, সে বাঙালি গল্পটা জানবেই বা কী করে!

লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক, প্রকাশক ও পাঠক– আল্লাহ আমাদের সকলের ইহকাল এবং পরকাল সুন্দর করুন।

শামীম আহমাদ
মিরপুর, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জীবনের জন্য পড়া

অনেক সময় আমরা কিছু মানুষকে প্রশ্ন করতে দেখি– আপনার জীবনের শখ কী? কিংবা আপনার প্রিয় বস্তু কী?

এই প্রশ্নের উত্তর একেকজন একেকভাবে দেয়। একজনের উত্তরের সঙ্গে অন্যজনের উত্তর মেলে না। প্রশ্ন একটাই; কিন্তু এর উত্তরে দেখা যায় প্রচুর ভিন্নতা। কেউ উত্তর দেন, আমার শখ হলো সাঁতার কাটা। কেউ-বা বলেন, আমার শখ হলো বড়শি ফেলে মাছ শিকার করা। এর মাঝে আরেকজন বলে ওঠেন, আমার শখ হলো দর্শনীয় স্থানগুলোতে ভ্রমণ করা।

প্রত্যেকেই নিজ নিজ শখের কথা বলছেন। সবচেয়ে প্রিয় বস্তুর বর্ণনা দিচ্ছেন। কিন্তু একজনের উত্তরের সঙ্গে অন্যজনের উত্তরের মিল নেই। পাশাপাশি বসা দুজন মানুষের শখের মধ্যেও বহুত তফাত। একেক জনের শখ একেক রকম। আচ্ছা, কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, 'তোমার শখ কী'; আর সে উত্তরে বলে বসে, আমার শখ হলো 'বই পড়া', তখন বিষয়টা কেমন হবে?

তবে বিষয়টা যেমনই হোক, ঠিক এ উত্তরটাই অনেক সময় কারও কারও মুখ থেকে শুনতে হয়।
এটাই হলো সমস্যা। কোনো মানুষ যখন নিজের সম্পর্কে বলে– আমার শখ হলো 'পড়া'– কথাটি আমার কাছে খুবই অসামঞ্জস্য মনে হয়। কানের অনুভবে অমসৃণ লাগে।

আচ্ছা বলো– কেউ কি কখনো বলে, আমার শখ হলো 'পানি পান করা'!
সকল মানুষই পানি পান করে। করতে হয়। এ তো মানুষের আবশ্যিক প্রয়োজনীয় কাজগুলোর একটি। এ তো তার জীবনধারণের জন্য, জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অনিবার্য এক কাজ। আর অনিবার্য কাজ কখনো শখের হয় না।

একইভাবে কেউ বলে না– আমার শখ হলো 'আহার করা'।

কেন? কেন এটা বলা যায় না কিংবা কেউ বলে না? কারণ 'আহার করা'টা মানুষের জীবনের জন্য আবশ্যিক একটি কর্ম; কারও শখের বিষয় নয়। কারণ, মানুষমাত্রই ক্ষুধার্ত হয়; খাওয়া ছাড়া তার জীবন ধারণ করা সম্ভব নয়। বেঁচে থাকার তাগিদে তাকে খেতেই হয়।

হ্যাঁ, বিভিন্ন খাবারের মধ্যে কোনো বিশেষ খাবার তোমার একটু বেশি প্রিয় হতে পারে। হতে পারে একটু বেশি পছন্দের। পরিবেশ ও রুচির ভিন্নতার কারণে এমনটা হতেই পারে, যেমন অন্য অনেক কিছুর ক্ষেত্রেই মানুষের এমনটা হয়।

কিন্তু তুমি যদি খাবার খাওয়া ছেড়ে দাও, পানি পান না করো, ঘুমকে একেবারে বর্জন করো এবং শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করো তাহলে নিঃসন্দেহে তুমি ক্রমশ মৃত্যুর দিকে ধাবিত হবে। কারণ, এ বিষয়গুলো প্রতিটি মানুষের জন্য আবশ্যক, জীবনধারণের অনিবার্য উপাদান।

আর ঠিক একইভাবে প্রতিটি মানুষের জন্য 'পড়া'কেও আমি একটি অপরিহার্য বিষয় মনে করি। মনে করি, পড়া জীবনধারণের অপরিহার্য কর্ম বা উপাদান।
এই অপরিহার্য পাঠ বলতে তুমি যে শুধু একটা কি দুটো বই পড়বে– এমন নয়। কিংবা হিসাব করে সপ্তাহে একদিন অথবা বছরে একমাস পড়লেই যথেষ্ট হবে– এমনও নয়। বরং 'পড়া'কে বানাতে হবে তোমার জীবনের পথ ও পাথেয়। 'পড়া'কে মনে করতে হবে জীবনধারণের অপরিহার্য উপাদান– খাদ্য ও অক্সিজেনের মতো।

'পড়া' ব্যতীত তোমার একটি দিনও যেন অতিবাহিত না হয়। পড়বে প্রতিদিন। শিখবে প্রতিদিন। তবে এই 'পড়া' বলতে আবার যেমন তেমন কিংবা যেটা-সেটা পড়া উদ্দেশ্য নয়। তোমার পড়া হবে এমন বিষয়ে– যা হবে উপকারী ও প্রয়োজনীয়।
যে পড়া জীবনকে গড়ে; ধ্বংস করে না।
যে পড়া জীবনকে পরিশুদ্ধ করে; নষ্ট করে না।

হে বন্ধু! তাই তো বলি, 'পড়া' কোনো মানুষের নিছক বিলাসমাখা শখ হতে পারে না। পড়া হবে জীবনযাপনের অনিবার্য উপাদান। 'পড়া' হবে একজন মানুষের পথ ও পাথেয়। এরপরও আমরা কখনো কখনো কারও থেকে খুবই অসঙ্গতভাবে শুনতে পাই– আমি পড়তে ভালোবাসি না... কিংবা আমি পড়তে অভ্যস্ত নই... অথবা একটু পড়তে বসলেই ক্লান্ত হয়ে পড়ি, ঘুমে ধরে...।

তাহলে তো এটা এমন কথা হলো– কেউ বলল, খেতে আমার খুব ক্লান্তি লাগে; তাই আমি খাব না। পান করতে আমার কষ্ট হয়; তাই আমি আর পান করব না...।

কত আজগুবি ও কিম্ভূতকিমাকারই না মনে হবে এই কথাগুলো! পড়ার ব্যাপারটাও ঠিক এমনই।
পড়া ছাড়া কীভাবে জীবন চলতে পারে! পড়া ছাড়া কীভাবে পূর্ণতা পেতে পারে যাপিত জীবন!

সিরাত থেকে প্রথম শিক্ষা

তুমি যদি সিরাতের দিকে, প্রিয় নবির জীবনচরিতের দিকে একটু দৃষ্টি দাও, তবে দেখতে পাবে, পড়ার ব্যাপারে সেখানে কতটা গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। দেখতে পাবে– ওহির সূচনাকাল থেকে নিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুরো তেইশ বছরের আদর্শ জীবনীতে পড়ার বিষয়টা কতটা যত্ন ও গুরুত্বের সঙ্গে চর্চিত হয়েছে। সেগুলোর সামান্য অনুধাবনও যদি তোমার হয়– আর আমি যদি বলি, 'পড়া' কখনো কোনো মানুষের নিছক শখ হতে পারে না, পড়া হবে মানব জীবনের অনিবার্য পথ ও পাথেয়– তবে আর তুমি আমার এই কথাকে অসঙ্গত বা বাড়াবাড়ি মনে করবে না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর জিবরিল আলাইহিস সালামের প্রথম ওহি নাজিলের বিষয়টি নিয়েই একটু চিন্তা-ভাবনা করে দেখো না! যে 'إقرأ' [পড়ো] শব্দের মাধ্যমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ওহি নাজিল হওয়া শুরু হয়েছে, এই মহান শব্দটি কি আমাদের কোনো ভাবনা ও চিন্তা-রহস্যের দিকে তাড়িত করে না? কেন ওহির সূচনা হলো এই 'পড়ো' শব্দের মাধ্যমে?

সম্ভব তো ছিল– এই শব্দটি ছাড়া ওহি অন্য কোনো শব্দ দিয়ে ওহির ধারাপাত হবে। এতদসত্ত্বেও এই কোরআন– যা দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে অবতীর্ণ হবে– শুরু হলো মহান এই শব্দ 'إقرأ' দ্বারা।

লক্ষণীয় বিষয় হলো– রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন একজন উম্মি মানুষ– যিনি পড়তে জানেন না, অথচ তাঁরই ওপর ওহি অবতরণের ধারাপাত হলো 'إقرأ' [পড়ো] শব্দ দ্বারা। শব্দটি এমন একজন ব্যক্তির সামনে উপস্থাপিত করা হচ্ছে– যিনি বিলকুল পড়তেই জানেন না– তাকেই কিনা বলা হচ্ছে 'পড়ো'। অথচ আমরা জানি, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নিরক্ষরতার বৈশিষ্ট্য ব্যতীত অন্য হাজারো প্রশংসনীয় ও মর্যাদাপূর্ণ গুণে গুণান্বিত ছিলেন। কোরআনুল কারিম সেসবের কোনো একটি আদেশ বা আলোচনা নিয়ে সূচিত হতে পারত; কিন্তু তা হয়নি। আল্লাহর সর্বশেষ নবিকে সম্বোধন করে ওহির সূচনা হলো খুবই সংক্ষিপ্ত একটি শব্দে, স্পষ্ট আদেশ ও নির্দেশের মাধ্যমে– যার মধ্যে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এই 'إقرأ' হবে মুসলিম উম্মাহর পথ ও পাথেয়। হবে জীবনযাপনের প্রধানতম অবলম্বন।

তাই তো ওহির সূচনা হলো 'إقرأ' শব্দ দিয়ে। কত গভীর অর্থময় ও তাৎপর্যপূর্ণ এই শব্দ!

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ দেওয়া হলো তুমি 'পড়ো'। অথচ তিনি জানেন না– কীভাবে পড়বেন এবং এটাও জানেন না– কী পড়বেন। সঙ্গত কারণেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরিল আলাইহিস সালামের প্রতিউত্তরে স্পষ্টভাবে বললেন– 'আমি পড়তে পারি না'।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাবলেন, এটা বলাই বোধ হয় যথেষ্ট হয়ে যাবে আর এরই পরিপ্রেক্ষিতে জিবরিল আলাইহিস সালাম হয়তো অন্য কোনো বিষয়ে কথা শুরু করবেন কিংবা তাকে পড়তে বলার দ্বারা নিজের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দেবেন– তিনি আসলে কী চান?

কিন্তু জিবরিল আলাইহিস সালাম সজোরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুকের সাথে চেপে ধরলেন। এতে আল্লাহর নবি প্রচুর কষ্ট অনুভব করলেন। এরপর জিবরিল আলাইহিস সালাম পুনরায় সেই সংক্ষিপ্ত আদেশটি দিলেন–إقرأ- পড়ো।

এই অবস্থাতেও জিবরাইল আলাইহিস সালাম এই إقرأ শব্দটির অতিরিক্ত একটি কথাও বৃদ্ধি করলেন না। অথচ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানেন না এর দ্বারা তিনি কী চান? কী তাঁর উদ্দেশ্য? এমনকি তিনি এটাও জানেন না– আগমনকারী এই সত্তা কে? কীভাবেই বা তাঁর এই নির্জন গুহায় প্রবেশ করলেন তিনি? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সামনে শুধু আরব্য বেশধারী এক অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখতে পাচ্ছেন– যিনি নিজের কোনো পরিচয় বা উদ্দেশ্য বর্ণনা না করে বারবার শুধু তাঁকে নির্দেশ দিচ্ছেন– إقرأ- পড়ো।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয়বারও বললেন, 'আমি পড়তে পারি না'।

জিবরাইল আলাইহিস সালাম আবারও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সজোরে বুকে চেপে ধরলেন। তিনি এবারও প্রচুর কষ্ট অনুভব করলেন।

এরপর জিবরিল আলাইহিস সালাম তাঁকে তৃতীয়বারের জন্য বললেন, إقرأ- পড়ো।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবারও বললেন, 'আমি পড়তে পারি না'।

জিবরিল আলাইহিস সালাম আবারও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চাপ দিয়ে ধরলেন এবং বলতে শুরু করলেন–

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥)